দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

3

13 JAN 1989

গাছতলায় ক্লাস বসে

দিনাজপুর, ১১ই জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—দিনাজপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দিন দিন চরম সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। জেলার ১৩টি উপজেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থা ও আসবাবপত্রের সংকট রয়েছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবসহ বিভিন্ন কারণে জেলার প্রাথমিক শিক্ষায় মারাত্মকভাবে বিঘ্ন ঘটেছে। এছাড়া বই, কাগজ ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি এবং অভিভাবকদের আর্থিক সংকট থাকায় জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ক্রমান্বয়ে দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গেছে, জেলার বীরগঞ্জ, কাহারোল, খানসামা সদর, পার্বতীপুর, নবাবগঞ্জ, হাকিমপুর, ফুলবাড়ী, ঘোড়াঘাট, বোচাগঞ্জ, বিরোল, চিরিরবন্দর ও বিরামপুরসহ জেলার ১৩টি উপজেলায় সরকারী ও বেসরকারী মিলিয়ে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪২৪টি। এর মধ্যে সরকারী ৮৫৪টি, অনুমোদনকৃত ২২০টি ও বেসরকারী ২৫০টি। ওই দফতরের সূত্র হিসেবে জানা গেছে, ৪৭০টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থানীয় জনসাধারণের চাঁদায় ও উদ্যোগে গড়ে উঠেছে।

দিনাজপুরের ১৩টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশ খড়, ছন বা টিনের ছাউনি দেয়া এবং বাঁশের বেড়া ও মাটির দেয়াল দিয়ে তৈরী। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে জেলার এ সকল বিদ্যালয় গৃহের অধিকাংশই বর্তমানে জরাজীর্ণ ও নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। সামান্য বৃষ্টি ও ঝড় হলেই এসব বিদ্যালয়ের ছাউনি উড়ে যায়।

এ বছর বন্যায় ২৪০টি বিদ্যালয় বিধ্বস্ত হয়েছে। এগুলো মেরামতের কোন সরকারী উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। এর পাশাপাশি টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, ব্লাক বোর্ডসহ অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব রয়েছে প্রচুর। আসবাবপত্রের অভাবে বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রছাত্রীকে দাঁড়িয়ে কিংবা মাটিতে পাটি-চট বিছিয়ে ক্লাস করতে হয়।